স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক বিতরণ ও ব্যবহার করতে হবে

পরীক্ষামূলক

আমার বাংলা বই

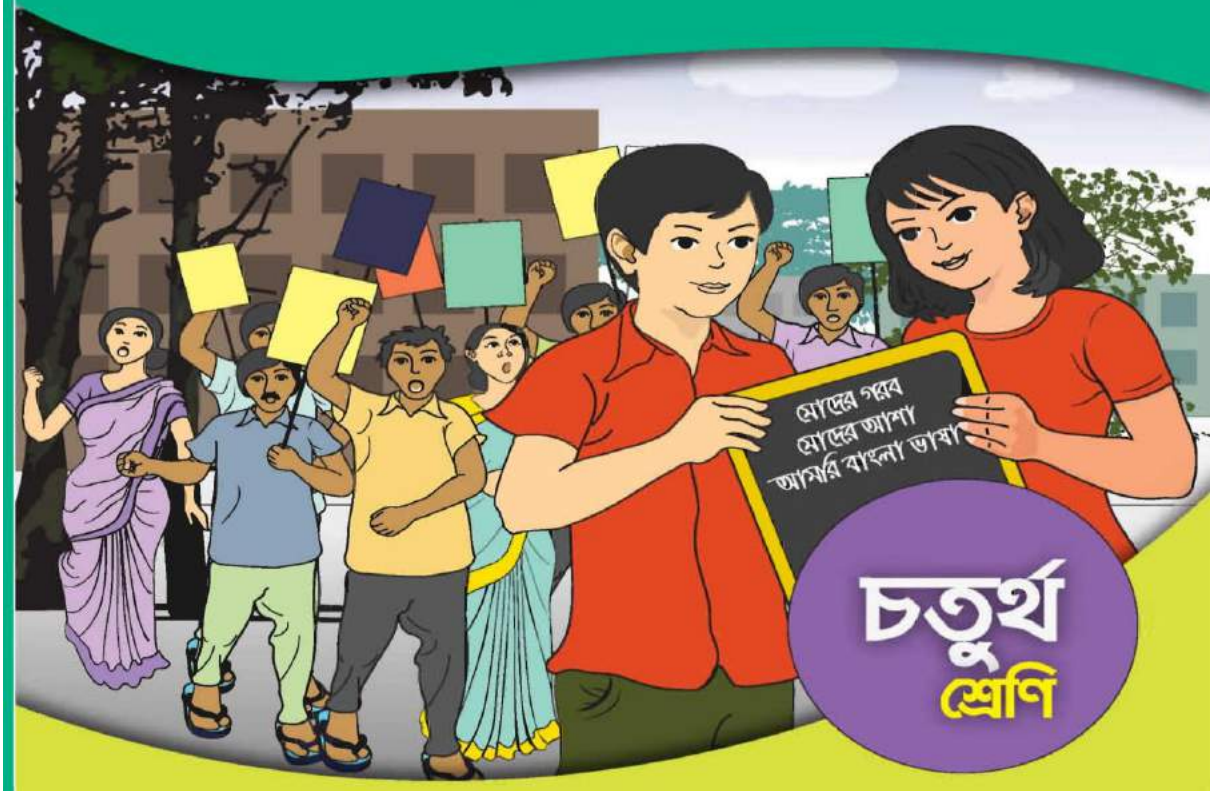

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বাড়ির কাজ – ২

শ্রেণিঃ চতুর্থ **বিষয়ঃ বাংলা**

শিক্ষার্থীর নামঃ **রোল নম্বরঃ** **তারিখঃ**

নির্দেশনাঃ "পালকির গান" কবিতাটি মনোযোগ সহকারে আবৃত্তি করি, পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

পালকির বেহারারা পালকি কাঁধে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যান। চলার পথে পা মেলাতে তারা তালে তালে গান গাইছেন। এই গানের কথায় গ্রামবাংলার চলমান জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গগন আদুল পাটা ভনভনিয়ে কষে হাটুরে ধুঁকছে অঙ্গ স্তব্ধ ধায় শুষছে

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পাটার	ময়রা	আদুল	হাটুরেরা	গগনে	দুধের চাঁছি	পালকি

ক. সকালে পূর্ব ..... সূর্য ওঠে।

খ. শিশুরা বাড়ির উঠানে ..... গায়ে খেলা করছে।

গ. ..... উপর বসে দোকানদার জিনিস বিক্রি করছেন।

ঘ. ..... মনের আনন্দে মিষ্টি বানাচ্ছেন।

ঙ. হাটের শেষে ..... বাড়ি ফিরছেন।

চ. খোকা ..... খেতে ভালোবাসে।

ছ. ..... চড়ে বউ নাইওরে যান।

৪. যুক্তবর্ণগুলো দেখি। যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

স্তব্ধ	স্ত	স	ত		ব্যস্ত, সস্তা
	ব্ধ	ব	ধ		লব্ধ, ক্ষুব্ধ
রৌদ্র	দ্র	দ	্র	(র–ফলা)	নিদ্রা, ভদ্র
ক্লান্ত	ক্ল	ক	ল		ক্লাস, ক্লেশ
	ন্ত	ন	ত		শান্ত, পান্তা

৫. নিচের শব্দগুলো দেখি। এ ধরনের আরও কয়েকটি শব্দ লিখি।

ক. শনশন

খ. হনহন

গ. ঝিলমিল

ঘ. .....

ঙ. .....

চ. .....

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. দুপুরের রোদে পালকির বেহারাদের কী অবস্থা হয়েছে?

খ. পাটায় বসে ময়রা কী করছেন?

গ. হাটুরে কোথায় যাচ্ছেন?

ঘ. কুকুরগুলো ঘুঁকছে কেন?

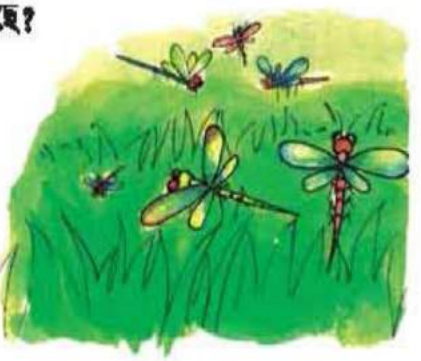

৭. বই দেখে ছন্দের তালে তালে কবিতাটি বারবার পড়ি।

৮. কবিতাটি না দেখে আবৃত্তি করি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

"পালকির গান" কবিতার অনুকরণে আমি একটি ছড়া বা কবিতা লেখার চেষ্টা করি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি-পরিচিতি

কলকাতার কাছে নিমতা গ্রামে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় ছন্দের দোলা ও শব্দের ঝংকার খুব ভালো লাগে। তাঁকে 'ছন্দের যাদুকর' বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা' উল্লেখযোগ্য। "পালকির গান" কবিতাটি 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এ ফেব্রুয়ারি কবি মৃত্যুবরণ করেন।

২০২৫

বাড়ির কাজ – ৩

শ্রেণিঃ চতুর্থ **বিষয়ঃ বাংলা**

শিক্ষার্থীর নামঃ **রোল নম্বরঃ** **তারিখঃ**

নির্দেশনাঃ "বড় রাজা ছোট রাজা" গল্পটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দিগ্‌বিজয় সেনাপতি রাজত্ব জয়ঢাক চর দূত অগোচর খাপ্পা মন্ত্রণা
অনুবীক্ষণ ফৌজ অস্ত্র সন্ধি রথ-রথী ঝুপঝাপ রাজ্য মুঠো

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফাঁপরে অন্যত্র আন্দাজ জয়ঢাক দিগ্‌বিজয় রাজসিংহাসনে

ক. সমস্ত ছোট রাজ্য জয় করে রাজা ..... বসলেন।

খ. রাজার খামখেয়ালিতে মন্ত্রী ..... পড়লেন।

গ. রাজা ..... করে এসেছেন।

ঘ. শিকারের খোঁজে রাজা..... যাচ্ছেন।

ঙ. রাজ্য জয়ের আনন্দে চারিদিকে..... বাজছে।

চ. রাজা..... করলেন ছোট রাজা পালিয়ে যেতে পারেন।

৩. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

মস্ত	স্ত	স	ত		আস্ত, গোস্ত
বন্দুক	ন্দ	ন	দ		নিন্দুক, বিন্দু
রাজ্য	জ্য	জ	্য	(য–ফলা)	জ্যাকেট, জ্যামিতি
ক্রমে	ক্র	ক	্র	(র–ফলা)	চক্র, বক্র
খাপ্পা	প্প	প	প		ধাপ্পা, বেখাপ্পা

৪. বাক্য রচনা করি।

রাজ্য চর রথ মুঠো রাজসিংহাসন

২০২০

৫. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক বাক্যাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বড় রাজা আর ছোট রাজা	সেখানে হাতি চলে না, ঘোড়া চলে না।
ক্রমে ক্রমে মস্ত বড় এই পৃথিবী	ঢোল হয়ে উঠল।
ছোট শহর এতটাই ছোট যে	বড় জিনিসকেই লক্ষ করে।
বড় রাজার আঙুল ফুলে	বড় রাজা জয় করে ফেললেন।
বড় বড় অস্ত্র	দিগ্‌বিজয় করতে চললেন।

৬. একই শব্দের ভিন্ন অর্থ লিখি ও বাক্য তৈরি করি।

চর – দূত
চর – নদীর চর
চলা – পায়ে হাঁটা
চলা – চালিত হওয়া

৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বড় রাজা কীভাবে রাজ্য জয় করতে বের হলেন?
খ. বড় রাজা ছোট রাজার উপর রেগে গেলেন কেন?
গ. বড় রাজা কেন ছোট রাজ্যকে জয় করতে পারলেন না?
ঘ. বড় রাজা কেন সন্ধি করতে চাইলেন?
ঙ. বড় রাজা আর ছোট রাজার মধ্যে তোমার কাকে বেশি পছন্দ? কেন?

৮. অন্য কথায় গল্পটা বলি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

ক. শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি–বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।
খ. বড় রাজা এবং ছোট রাজার ভূমিকায় অভিনয় করে দেখাই।

বাড়ির কাজ – ৪

শ্রেণিঃ চতুর্থ **বিষয়ঃ বাংলা**

শিক্ষার্থীর নামঃ **রোল নম্বরঃ** **তারিখঃ**

নির্দেশনাঃ "বাংলার খোকা" গল্পটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পথ–প্রান্তর আবদার উদারতা মুগ্ধ দরদ করুণ হতাশ জেলা চৌকাঠ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আবদার	নিবিড়	করুণ	উদারতা	হতাশ	জেলা	মুগ্ধ	দরদ

ক. বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ..... হওয়াই ভালো।

খ. ছেলের ..... শুনে মা হতবাক হয়ে গেলেন।

গ. ..... মানুষকে মহান করে।

ঘ. নাটকটি দেখে আমি ..... হয়েছি।

২০২০

ঙ. ছোট বোনটির জন্য ভাইয়ের অনেক .....।

চ. বাস দুর্ঘটনার ..... দৃশ্য দেখে চোখে জল এসেছে।

ছ. সামান্য কারণেই ..... হওয়া ঠিক নয়।

জ. আমাদের ..... সব দিক থেকে সমৃদ্ধ।

৩. বাক্য গঠন করি।

আদর সোনালি কপাল চাদর গরিব আনন্দ রাজনীতি পিতা

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়?

খ. বন্ধুদের বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কী আবদার করত?

গ. বৃদ্ধ মহিলা কোথায় শীতে কাঁপছিল? খোকা তাকে কীভাবে সাহায্য করে?

ঘ. খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফেরে কেন?

ঙ. কে স্বাধীনতার ডাক দেন?

৫. বিপরীত শব্দ বলি ও খাতায় লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
বন্ধু	.....
আনন্দ	.....
ভেজা	.....
গরিব	.....
নিচে	.....
দুঃখ	.....
স্বাধীনতা	.....

৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই মানুষকে ভালোবাসতেন – এমন দুটি ঘটনার কথা খাতায় লিখি।

৭. আগের পাঠে আমরা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ শিখেছি। এবার নিচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ চিহ্নিত করি এবং খাতায় লিখি।

ঘর সোনালি ফুল ছাতা বড় চাদর বাঁশি গাছ হতাশ উদার মুগ্ধ চৌকাঠ করুণ

৮. কর্ম-অনুশীলন।

খোকা গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, আমরা নিজেরা গরিব মানুষের জন্য কে কী করতে পারি তা লিখি।

মমতাজউদদীন আহমদ

লেখক-পরিচিতি

মমতাজউদদীন আহমদ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। তাঁর রচিত কয়েকটি নাটক হচ্ছে: 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', ' সাত ঘাটের কানাকড়ি' প্রভৃতি। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কার লাভ করেছেন।

বাড়ির কাজ – ৫

শ্রেণিঃ চতুর্থ বিষয়ঃ বাংলা

শিক্ষার্থীর নামঃ রোল নম্বরঃ তারিখঃ

নির্দেশনাঃ "মুক্তির ছড়া" কবিতাটি মনোযোগ সহকারে আবৃত্তি করি, পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. কথাগুলো জেনে নিই এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সোনার বাংলাদেশ – প্রিয় মাতৃভূমি। বাংলাদেশকে আমরা ভালোবাসি। এ দেশকে নিয়ে আমরা গৌরব করি। এ দেশ প্রচুর সম্পদে ভরা। তাই এই বাংলাকে বলে সোনারবাংলা। আমরা সোনার বাংলাদেশকে আরও সমৃদ্ধ করব।

সবুজ সোনালি ফিরোজা রুপালি – বাংলার প্রকৃতি বিচিত্র ও সুন্দর। প্রকৃতির নানা রঙে যেন সাজানো এ দেশ। সবুজ শস্যে ভরা আমাদের এ মাঠ। পাটের সোনালি আঁশ আমাদের সম্পদ। কখনও আমাদের প্রকৃতি ধারণ করে ফিরোজা রঙের আভা। আমাদের নদীতে আছে রুপালি ইলিশ।

যতবার যায় মরা – বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এ দেশের মানুষকে মরণ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বার বার সহ্য করতে হয়েছে দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার আর নিপীড়ন। তাই মৃত্যু যেন বার বার এসেছে।

নবীন যাত্রী – যারা নতুন যুগের শিশু। আমরা নবীন যাত্রী, আমাদের সামনে অনেক স্বপ্ন।

সবিশেষ মুজিবের – এ দেশ আমাদের সকলের। এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই এ দেশ সবিশেষ অর্থাৎ বিশেষভাবে বঙ্গবন্ধু মুজিবের।

মুক্তিপাগল – এদেশের মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার জন্য তাঁরা অধীর ছিলেন, তাই তাঁরা ছিলেন মুক্তিপাগল।

সহস্র শহিদের – মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সেইসব হাজার শহিদ। শত-সহস্র শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. আমাদের দেশকে সোনার বাংলাদেশ বলা হয় কেন?

খ. এ দেশের নানা রূপ কীভাবে দেখতে পাই?

গ. 'আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা।' – বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

ঘ. নবীন যাত্রী কারা?

ঙ. এ দেশ মুক্তিপাগলদের।– সেই মুক্তিপাগল কারা?

৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই ও লিখি।

শেষ – শুরু

মরা – বাঁচা

নবীন – প্রবীণ

মুক্তি – বন্দি

৪. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি লিখি।

ক. .... ফিরোজা রুপালি

রুপের নেই তো .....।

খ. .... তোমাকে শোনাই ছড়া।

গ. এদেশ ..... এদেশ .....

সবিশেষ .....,

৫. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

৬. আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৭. মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার এলাকায় যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম সংগ্রহ করে একটি তালিকা তৈরি করি।

সানাউল হক

কবি-পরিচিতি

সানাউল হকের জন্ম ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ শেমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার চাউড়ায়। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি ও ইউনেস্কো পুরস্কার এবং একুশে পদক পেয়েছেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাড়ির কাজ – ৬

শ্রেণিঃ চতুর্থ **বিষয়ঃ বাংলা**

শিক্ষার্থীর নামঃ **রোল নম্বরঃ** **তারিখঃ**

নির্দেশনাঃ "আজকে আমার ছুটি চাই" গল্পটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

ক. চিঠি কয়েক রকম হতে পারে। যেমন–ব্যক্তিগত চিঠি, পারিবারিক চিঠি, নিমন্ত্রণ পত্র, ব্যবসায়িক চিঠি, দাপ্তরিক চিঠি, অনুরোধ পত্র বা আবেদন পত্র ইত্যাদি।

খ. চিঠির মধ্যে সাধারণত কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন–

১. যেখান থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম, ঠিকানা ও তারিখ
২. সম্বোধন বা সম্ভাষণ
৩. মূল বক্তব্য (ভেতরে যে কথাগুলো থাকে)
৪. বিদায় সম্ভাষণ (পত্রের ইতি টানা)
৫. প্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) নাম ও ঠিকানা
৬. প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা

গ. চিঠি চলিত ভাষাতেই লেখা উচিত।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. শাহীন কেন চিঠি লিখেছিল?
খ. শাহীন কাকে কাকে চিঠি লিখেছিল?
গ. বন্ধু শেখরকে কেন শাহীন চিঠি লিখেছিল?
ঘ. চিঠি লেখার ফলে শাহীনের কী লাভ হয়েছিল?
ঙ. চিঠিতে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে?

৩. শূন্যস্থান পূরণ করি।

চিঠির প্রথম অংশ .....। দ্বিতীয় অংশ.....।

তৃতীয় অংশ.....। চতুর্থ অংশ .....।

পঞ্চম অংশ .....। ষষ্ঠ অংশ .....।

৪. পত্র লিখি

ক. দাদুর কাছে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখি।

খ. পাশের স্কুলের সাথে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলা দেখার জন্য চতুর্থ শ্রেণির পক্ষ থেকে ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা আবেদন পত্র লিখি ।

৫. লিখল, দেবে, করছে, দেখবে, আসব, পারছি, লিখব, করলেন, জানতে – এগুলো সবই চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ, যার দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায়।

বাড়ির কাজ – ৭

শ্রেণিঃ চতুর্থ **বিষয়ঃ বাংলা**

শিক্ষার্থীর নামঃ **রোল নম্বরঃ** **তারিখঃ**

নির্দেশনাঃ "বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা" বর্ণনাটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

বীরশ্রেষ্ঠ বাঙ্ময় বীরগাথা ধূলিসাৎ রণক্ষেত্র মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রণ
অতিক্রম বিধ্বস্ত হওয়া দুঃসাহসিক বিস্ফোরণ মেশিনগান অকুতোভয়

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) বীরশ্রেষ্ঠরা কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন?

খ. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন – বর্ণনা করি।

গ. যুদ্ধবিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে গেলে মতিউরের কী ঘটেছিল?

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান যে অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তার বর্ণনা দিই।

ঙ. এক মহান বীরগাথার রচয়িতা তাঁরা – ব্যাখ্যা করি।

৩. তারিখবাচক শব্দ শিখি।

লেখাটিতে আছে '১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি' – এখানে ব্যবহৃত '২রা' শব্দটি হলো তারিখবাচক শব্দ। এরকম ১০ পর্যন্ত বলতে ও লিখতে হয় এভাবে :

১লা	(পহেলা)	৬ই	(ছয়ই)
২রা	(দোসরা)	৭ই	(সাতই)
৩রা	(তেসরা)	৮ই	(আটই)
৪ঠা	(চৌঠা)	৯ই	(নয়ই)
৫ই	(পাঁচই)	১০ই	(দশই)

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বাংলাদেশের কোন নেতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন?

১. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৩. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৪. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে যুদ্ধ করেছিলেন?

১. মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়েছিলেন

২. ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন

৩. পাকিস্তানি সেনাদের বাঙ্কারে আক্রমণ চালিয়েছিলেন

৪. বিমান থেকে আক্রমণ করেছিলেন

গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীরশ্রেষ্ঠ কতজন?

১. ৩ জন ২. ৫ জন

৩. ৭ জন ৪. ৯ জন

ঘ. মতিউর রহমানের বিমানটি কোথায় বিধ্বস্ত হয়েছিল?

১. ভারতের শ্রীনগরে ২. পাকিস্তানের থাট্টায়

৩. বাংলাদেশের মেহেরপুরে ৪. ভারতের ত্রিপুরায়

ঙ. কমলগঞ্জ থানার ধলই সীমান্ত ফাঁড়িটি দখলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে?

১. হামিদুর রহমান ২. মতিউর রহমান

৩. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ৪. মোস্তফা কামাল

৫. বড়দের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা জানার চেষ্টা করি ও তা শুনে এসে বন্ধুদের কাছে বলি।

৬. নিচের ছবিটি অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার ভাবনা লিখে জানাই।

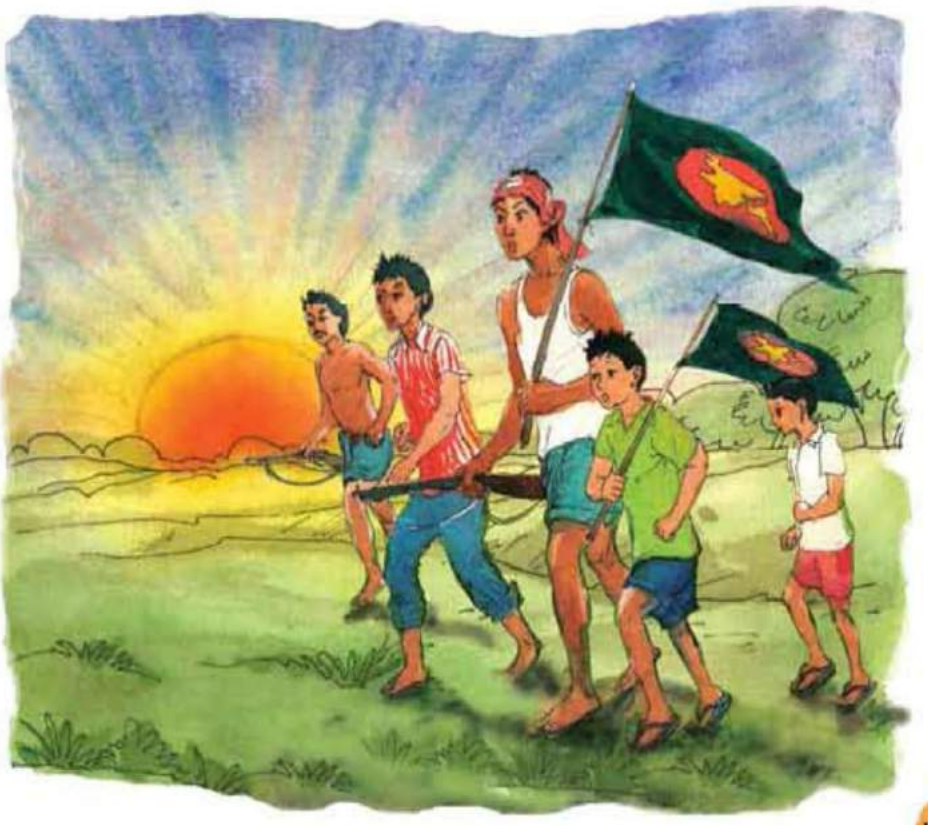

২০২০

বাড়ির কাজ – ৮

শ্রেণিঃ চতুর্থ বিষয়ঃ বাংলা

শিক্ষার্থীর নামঃ রোল নম্বরঃ তারিখঃ

নির্দেশনাঃ "মহীয়সী রোকেয়া" গল্পটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

জমিদার বন্দি চিলেকোঠা স্নেহ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা লেখালেখি উন্নতি
সমাজ অধিকার লড়াই নারী জাগরণ অগ্রদূত মহীয়সী চিরস্মরণীয়

২. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

অগ্রদূত অধিকার প্রতিষ্ঠা অদম্য অবরোধ

৩. এককথায় প্রকাশ করি।

এই লেখায় "রোকেয়ার পড়ালেখা করার কী অদম্য আগ্রহ!" – এরকম একটা বাক্য রয়েছে। এই বাক্যে ব্যবহৃত 'অদম্য' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যে কোনো কিছুতে দমে না।' শব্দটি অনেকগুলো শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এরকম আরও কিছু শব্দ শিখি।

অনেকের মধ্যে	–	অন্যতম।
জানার ইচ্ছা	–	জিজ্ঞাসা।
আকাশে যে চরে	–	খেচর।
বিদ্যা আছে যার	–	বিদ্বান।
ভাতের অভাব যার	–	হাভাতে।
মহান যে নারী	–	মহীয়সী।

৪. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

জ্ঞান	জ্ঞ	জ্	ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান, অজ্ঞান
উন্নতি	ন্ন	ন্	ন	অন্ন, ভিন্ন, নবান্ন

৫. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক বাক্যাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে	ষোলো বছর বয়সে।
অবরোধ মানে বাড়ির নির্দিষ্ট	মতিচুর, অবরোধবাসিনী ও পদ্মরাগ।
রাত গভীর হলে ভাইয়ের কাছে	রোকেয়ার জন্ম।

রোকেয়ার বিয়ে হলো	নারী জাগরণের অগ্রদূত।
তাঁর লেখা বইগুলো হলো–	শুরু হতো তার জ্ঞানার্জন।
মহীয়সী রোকেয়া	গন্ডির মধ্যে আটকে থাকা।

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বেগম রোকেয়া কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
খ. বাড়িতে লোক এলে রোকেয়া কোথায় কোথায় লুকিয়ে থাকতেন?
গ. লেখাপড়ার বিষয়ে রোকেয়াকে কে কে সাহায্য করতেন?
ঘ. রোকেয়া কখন পড়াশোনা করতেন? কীভাবে করতেন?
ঙ. সেকালে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল?
চ. রোকেয়াকে কেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়?
ছ. নারীশিক্ষা কেন প্রয়োজন।–বুঝিয়ে বলি।

৭. স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া কী কী কাজ করতে শুরু করলেন তা সংক্ষেপে লিখি।

৮. রোকেয়ার জীবনী থেকে আমি কী শিখলাম তা সংক্ষেপে লিখি।

২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৪র্থ-বাংলা

হাত ধুই সুস্থ থাকি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য